Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৭ জুলাই, ২০২০

৪৩ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ৬ জুলাই, ২০২০, সোমবার, ২১ আষাঢ়, ১৪২৭

শ্রদ্ধায় পালিত শহিদ দিবস কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুলাই : পূর্বে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে গিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হতে হতো। এখন সেই আক্রমণের পাশাপাশি শুরু হয়েছে মগজের উপরও আক্রমণ। মানুষকে সংগঠিত করে দুটো আক্রমণেরই মোকাবিলা করে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ। আজ কালনা স্টেশন চত্বরে অনুষ্ঠিত শহিদ দিবসের স্মরণ সভায় বলেন সারা ভারত কৃষকসভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। সভা পরিচালনা করেন পার্টির কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী। তিনি আরো বলেন এক দিকে জিও, এয়ারটেলের মতো বেসরকারি সংস্থাগুলির হাজার হাজার কোটি টাকা সরকারের কাছে বকেয়া পড়ে আছে, অথচ বি.এস.এন.এল-এর মতো সরকারি সংস্থাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই সংস্থার

১২ জন কর্মচারী আত্মহত্যা করেছেন। দেশে মোটরগাড়ি বিক্রি হচ্ছে না। এই মোটরগাড়ি শিল্পের সাথে যুক্ত ১২ লক্ষ কর্মচারী চরম সংকটের মুখে। বস্ত্র শিল্পের তিন ভাগের দুই ভাগ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দেশে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার তুলা উৎপাদন হয়। চরম বিপাকে

—এরপর চারের পাতায়

কালনার ৫২ জন শহিদ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুলাই : কালনার ৫২জন শহিদ স্মরণে আজ কালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডি.ওয়াই.এফ.আই-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মহিষমর্দিনী তলায় অনুষ্ঠিত শিবিরে ৬০ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। যার মধ্যে ১০ জন মহিলা। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন অরিজিৎ রায়। শহিদবেদীতে মাল্যদান করে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ও যুব নেতৃবৃন্দ।

১৯৭১ সালের ২ জুলাই সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী শহিদ হন ঘাতক বাহিনীর হাতে। এই ঘটনার আগে ও পরে খুন হন কালনার আরো ৫১জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। আর শহিদ দিবসের আগের দিন ৪৯ বছর ধরে একটানা রক্তদান শিবির সংগঠিত করে আসছে যুব সংগঠন। সেই ঐতিহ্য মেনেই আজ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

হুল দিবস পালিত হল জেলাজুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জুন : ঐতিহাসিক হুল দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে। সারা ভারত কৃষকসভা, সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন, আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে জেলায় সর্বত্র স্মরণ করা হয়েছে সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর নায়ক সিধু কানু চাঁদ ভৈরবদের। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের সরডাঙ্গা সাগেন সাকেম ক্লাব থেকে শহিদদের প্রতিকৃতি নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করেন আদিবাসী মহিলারা। এখানে পতাকা উত্তোলন করেন আদিবাসী আন্দোলনের নেতা লক্ষ্মণ হেমব্রম। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী নেতা রহমান সেখ। ছাতনী কম্বল বয়ন শিল্পকেন্দ্রের মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সঞ্চালনা করেন সুশান্ত পণ্ডিত।

কালনার গ্রামে-গ্রামে পালিত হয়েছে হুল দিবস। এস.এফআই কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মেদগাছি বাজারে গরিব ও দুস্থ পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী ও প্রবীর ভৌমিক। সাঁওতাল হুল-এর ঐতিহ্য তুলে ধরেন অনির্বাণ রায়চৌধুরী। আউশগ্রাম গুসকরা জঙ্গলমহল এলাকায় মহা সমারোহে হুল দিবস পালিত হয়েছে।

কারখানা খোলার দাবিতে অবরোধ তাঁত শ্রমিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৬ জুলাই : তাঁত কারখানাগুলো খোলার দাবিতে আজ এস.টি.কে.কে সড়ক অবরোধ করেন সহস্রাধিক তাঁত শ্রমিক। পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরতলায় আড়াই ঘন্টা ধরে অবরোধ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। উৎপাদিত বস্ত্রের বিক্রি নেই অজুহাতে পূর্বস্থলীর জুন মাসের শেষের দিকে তাঁত কারখানাগুলি বন্ধ করে দেন মালিকরা। ফলে নতুন করে আবার বিপাকে পড়ে যান চার হাজার শ্রমিক। গত ১৯ জুন লাগাতার সংগঠিত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোনোরকম মজুরি না কমানোর দাবি আদায় করেন পূর্বস্থলীর চার হাজার তাঁত শ্রমিক। আগের মজুরিই শ্রমিকদের দেওয়া হবে বলে পূর্বস্থলী-১ বিডিও-র সামনে কারখানা মালিকরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করে দেন। কিন্তু তার মাত্র ১০ দিন পর আবার নতুন অজুহাতে কারখানাগুলো বন্ধ করে দেন মালিকরা। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে মালিকদের এই একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোমবার আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা। কারখানাগুলি খোলার দাবিতে এদিন সি.আই.টি.ইউ অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলা তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে অবরোধ শুরু হয়। আড়াই ঘন্টা অবরোধ চলার পর স্থানীয় জয়েন্ট বিডিও এসে আগামী শুক্রবারের মধ্যে মীমাংসার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা প্রবীর মজুমদার, মন্টু বিশ্বাস, অলক দেবনাথ, দেবপ্রসাদ পাল প্রমুখ।

শিক্ষার সরঞ্জাম বিলি এস.এফ.আই-এর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৫ জুলাই : ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির উদ্যোগে আজ বড়গাছি কোলনিপাড়ায় ৫২ জন প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রনেতা নয়ন দাস, জাহিরুল হক সেখ (জুয়েল), বিকাশ সূত্রধর প্রমুখ। ছাত্র নেতা নয়ন দাস জানান, দীর্ঘ লকডাউন, আমফান, কালবৈশাখী ঝড়ে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত। কাজ নেই, রোজগার নেই। তাই মহাসংকটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা। পড়াশুনা করা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় এইসব ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। আগামীতেও এই কর্মসূচি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রয়ের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৪ জুলাই, বর্ধমান : লকডাউনে মানুষ যখন করোনা অপেক্ষা না খেতে পাওয়ার আতঙ্কের ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় সরকার লাভজনক সংস্থাকে বিক্রি করার খেলায় নেমেছে। এমনিতেই কাজ হারাচ্ছে মানুষ। পুঁজিপতিদের হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দিয়ে কাজ হারানো মানুষের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বামপন্থী গণসংগঠনের ডাকে সারা ভারতে ৩ জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালন হয়। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিটি মহকুমায় দিবসটি পালন করা হয়। এদিন বর্ধমান শহরে বি.এস.এন.এল দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা আভাস রায়চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আবুল হোসেন মল্লিক, প্রণব আইচ, বাসুদেব সেনগুপ্ত, শ্রীকান্ত রানা প্রমুখ। বহু মানুষ দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন।

বর্ধমান শহরের গোদায় দুঃস্থদের পাশে মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ জুলাই, বর্ধমান : দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বর্ধমান শহর-১ আঞ্চলিক কমিটি। এদিন বর্ধমান শহরের ২৬ নং ওয়ার্ডের ১৫০ টি পরিবারের হাতে সব্জি, ডিম, সাবান ও মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। ব্যাপক উৎসাহে মহিলারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কর্মসূচিতে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিক সুপর্ণা ব্যানার্জী। এর পূর্বে সংগঠনের উদ্যোগে আই.সি.ডি.এস-এর বাচ্চাদের খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে।

আমের আঁটিতেই বিকল্প জীবিকার সন্ধান পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদবাদাত, কালনা, ৩০ জুন : টানা লকডাউন, আমফানের ঘূর্ণিঝড়ে অর্থনৈতিকভাবে মানুষ যখন বিপর্যস্ত, কাজ নেই, কোন রোজগার নেই, ঠিক সেই সময়ই পূর্বস্থলীর সহস্রাধিক মানুষ রোজগারের পথ খুঁজে পেলেন আমের আঁটির মধ্যে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি বলেই জানাচ্ছেন এই পেশার সাথে যুক্ত মানুষজন। সুস্বাদু আমের জন্য পূর্বস্থলী আগেই বিখ্যাত হয়েছে। গত বছর রাজ্য আম উৎসবে মালদা জেলাকে পিছনে ফেলে সেরা জেলার শিরোপা অর্জন করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা। আর এই শিরোপা একমাত্র পূর্বস্থলী আমের জন্যই। এবার পূর্বস্থলীর আমের আঁটি পাড়ি জমাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ বিভিন্ন রাজ্যেও। গত ২ বছর ধরে পূর্বস্থলী রেলস্টেশনের ৪নং প্ল্যাটফর্মের পাশে তৈরি হয় আমের আঁটির পাইকারি

বাজার। এই বাজার থেকে দৈনিক দেড় থেকে দুই লক্ষ আঁটি রপ্তানি হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ বিহারের কাটিহার, ভাগলপুরে। সাধারণত নার্সারি মালিকরা আমের আঁটির ক্রেতা। এই আঁটি গাছের কলম তৈরির কাজে লাগে বলে জানান পূর্বস্থলী-২ ব্লকের সহ কৃষি আধিকারিক জনার্দন ভট্টাচার্য। তিনি জানান, নার্সারী মালিকরা ওই আঁটি সংগ্রহ করে প্রথমে গাছ তৈরি করেন। পরে তার মাথা কেটে গ্রাফটিং করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির আমের কাটিং জোড়া হয় ওই গাছে। ওটাই হল স্বল্প খরচে কলমের আমগাছ তৈরি করার সহজ পদ্ধতি।

এই সহজ পদ্ধতির কথা যত প্রচারে আসছে, ততই আঁটির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি দামও বাড়তে শুরু করেছে। লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষজন ভোরের আলো ফুটতেই আমের আঁটি সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ছেন। দিনের শেষে ওইগুলো বিক্রি করে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা তাদের রোজগার হচ্ছে। তবে এই ব্যবস্থা দু'মাসের জন্য এই আমের মরশুমেই। স্থানীয় আড়ৎদার সুনীল মণ্ডল, রাজিন্দর রাজবংশী বলেন, আমের আঁটির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন জেলার নার্সারি মালিকদের এখানে আঁটি সংগ্রহ করতে আসা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাই এখানে আমের আঁটিকে ঘিরে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বৃহত্তর পূর্বস্থলী জুড়ে প্রায় হাজারখানেক আমবাগান আছে। এক একটি বাগানে ৫০০টা পর্যন্ত আমগাছ আছে। ঝড়ে পড়া বা পচা, দাগি আম বাগানের মধ্যেই পড়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে আঁটির স্তর জমে যায়। আঁটি সংগ্রহে বাগান মালিকরা বাধা দেয় না। উপরন্তু উৎসাহ দেন। পলাশপুলি, বেলগাছি, পূর্বস্থলীর জাহান্নগরের বেশ কিছু বাগান মালিকরা বলেন, ভোরের আলো ফুটলেই নাবালক, মহিলারা আঁটি কুড়োতে আসে। আমরা নিষেধ করি না। ওই আঁটি তুলে নিলে বাগান পরিষ্কার থাকে। এই পূর্বস্থলীতেও প্রায় ২০০টি নার্সারি আছে, এখানেও আমের আঁটির প্রয়োজন হয়। তাদের আমের আঁটি সরবরাহ করার বাঁধা লোক আছে।

নতুন চিঠি

৬ জুলাই, ২০২০

অস্বচ্ছ পদ্ধতি

ভারতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু আছে তার লক্ষ্য নির্বাচনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ করা এবং নাগরিকদের মত প্রকাশের অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা। যদিও ক্ষমতার লোভ ও কিছু রাজনৈতিক দলের অসততা এই প্রক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে। ক্ষমতাসীনরা বা শাসকরা সদা চেষ্টা করে জনমতকে নিজেদের সমর্থনে কুক্ষিগত রাখতে। স্বাভাবিকভাবে তা সম্ভব না হলে তারা সরকারি ক্ষমতাকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে। পুলিশ ও আমলাদের ব্যবহার করে অসৎ উপায়ে জয় ছিনিয়ে নিতে চায়। এতো করেও যখন জয় নিশ্চিত করা যায় না, তখন নির্বাচন বিধি পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করে। বর্তমানে মোদী সরকারের কাজকর্মে এই প্রবণতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটার পর একটা আইন সংশোধন করে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

সম্প্রতি এই সরকার নির্বাচনী বিধি বদল করে ৬৪ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের জন্য পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। আর এটা করা হচ্ছে একেবারে অগণতান্ত্রিকভাবে। নতুন কিছু নিয়ম করার আগে সব দলের মতামত নেওয়া বরাবরের রীতি। মোদী সরকার সেই ব্যবস্থা বাতিল করতে চাইছে শাসকদলের সুবিধার জন্য। ভোটাররা সকলের সামনে নিজে এসে ভোট দেবেন, সেটাই সবথেকে স্বচ্ছ ব্যবস্থা। পোস্টাল ভোট এ পর্যন্ত সরকারি কর্মী, পুলিশ বা নিরাপত্তারক্ষীদের যারা নির্বাচনী দায়িত্বে থাকেন তাদের জন্যই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বিকল্প নেই বলেই এই ব্যবস্থা। তাতেও বিস্তর কারচুপির অভিযোগ মেলে। পোস্টাল ভোটের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভোটের মতো নজরদারির কোনো সুযোগ নেই। ৬৪-উর্ধ্ব সব প্রবীণ ভোটারদের যদি পোস্টাল ব্যালটের আওতায় আনা যায় তাহলে কারচুপি করে বহু ক্ষেত্রে জয় নিজেদের অনুকূলে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রে বয়স্ক ভোটার তিনি নিজেই যে ভোট দিচ্ছেন এমন নিশ্চয়তা থাকবে না। শাসক দল প্রশাসনকে ব্যবহার করে এবং পেশিশক্তির জোরে ভোট নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে পারে। মোদী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই অস্বচ্ছতা চালু করতে চাইছে। গণতন্ত্রকে রক্ষার শক্তি এদেশে এখনও জাগরুক আছে, আশা করা যায় তাঁরা নিশ্চয়ই মোদী সরকারের এই অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন।

ব্যাংক ও এল.আই.সি যৌথ প্রচার মঞ্চের সহায়তা আদিবাসী পাড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা ২৯ জুন : করোনা লকডাউন সময়ে কাজহারা আউশগ্রাম-এর জলপাডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ায় চাল, ডাল, আলু-পেঁয়াজ, মশলাপাতি, সোয়াবিন ও সাবান নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা শাখার ব্যাংক ও এল.আই.সি যৌথ প্রচার মঞ্চ।

এদিন এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে বহু মানুষের উপস্থিতিতে ১০০ জন আদিবাসী মহিলাদের হাতে এইসব মালপত্র তুলে দিয়ে প্রচারমঞ্চের নেতৃত্বের পক্ষে স্নেহাশীষ দত্ত, মনোজিৎ ঘোষ, সজল রাজা জানালেন, এই দুর্যোগের সময় এখানকার গরিব মানুষেরা কোনো কাজ পাচ্ছেন না, তাদের হাতে পয়সাকড়িও নেই। এনারা আমাদের অফিসে আসা-যাওয়া করেন। এইসব মানুষেরা আমাদের মূলধন। সে কারণে আমরা আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে এখানকার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করি।

জবা হেমব্রম, পার্বতী মুর্মু সহ গ্রামের কয়েকজন মহিলারা এগিয়ে এসে জানালেন, আমরা এই তিন মাস ধরে কোনো কাজ পাচ্ছি না। হাতে কোনো পয়সাপাতি নাই। দিল্লি সরকার কি রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেউই কোনো আর্থিক সাহায্য করছে না। এই অসহায় অবস্থায় এনারা যে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে আমরা খুবই খুশি। এনাদের ধন্যবাদ জানাই।

ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ ও পথসভা গুসকরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, তীব্র বেকারত্ব ও আমফান দুর্যোগে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ও তৃণমূলের নেতাদের আমফান দুর্যোগের ত্রাণে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ.আই গুসকরা পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে গুসকরা বিদ্যাসাগর সিনেমা হল থেকে স্কুলমোড় পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল ও

পথসভা অনুষ্ঠিত করা হল। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক এরফান সেখ, সিআইটিইউ-এর পক্ষ থেকে প্রশান্ত কর্মকার ও এস.এফ.আই-এর জেলা সম্পাদক ও সভাপতি অনির্বাণ রায়চৌধুরী ও বিশ্বরূপ হাজরা।

৩০ জুন হুল দিবস

শিবানন্দ পাল

হুল দিবসে ভগনাডিহিতে এবার কোনো অনুষ্ঠান হবে না। যেখান থেকে ১৮৫৫-র ৩০ জুন বিদ্রোহ (হুল) হয়েছিল সেই ভগনাডিহির প্রান্তর থাকছে নিস্তব্ধ। কোনো অনুষ্ঠান নয়, থাকছে না কোনো আড়ম্বর।

ভারতে সাঁওতালদের বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল দুই ভাই সিধু-কানু। অপর দুই ভাই চাঁদ এবং ভৈরব তাঁরাও

ভগনাডিহির প্রান্তর

সঙ্গে ছিল। বিদ্রোহ করার জন্য তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। চার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র সিধু ছিল বিবাহিত। তার বংশধরা এখনও দামিনকো-র ভগনাডিহিতেই বাস করে।

পাঁচ বছর আগে গিয়েছিলাম সিধু-কানুর গ্রামে। সিধু-কানুর ভগনাডিহির বাড়িতে প্রবেশ করি। পরিচিত হই সিধুর উত্তরসূরি পঞ্চম প্রজন্মের পুরুষ ভাদো-র সঙ্গে। সিধু-কানুর মর্মর মূর্তির সামনে বসে ভাদো, তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রের সঙ্গে ছবি তুলি। ভাদোর সঙ্গে ঘুরে দেখি শক্তিস্থল। সেখানে মহেশ দারোগাকে বধ করেছিল বিদ্রোহীরা, যেখানে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় সিধুকে। দেখেছি ভগনাডিহির প্রান্তরকে, সেখানে সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাসকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে শুরু হয়েছে উদ্যোগ।

দামিন-ই-কো বলে কোনো জায়গা কেউ এখন খুঁজে পাবে না, জানতে পারবে না কেউ সাঁওতাল পরগণা কোথায় ছিল! ভগনাডিহির সেই প্রান্তর এখন ভাগ হচ্ছে। কোথাও রাজপথ তাকে টুকরো করেছে, কোথাও অন্য সম্প্রদায়ের শেষকৃত্যের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হচ্ছে।

যে বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুই ভাই স্থানীয় জমিদার, মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিল, সেই বটগাছ আজ আর নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ সেই ডাক পরবর্তীতে কোম্পানি শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সেই ডাক বিদ্রোহীদের কলকাতা অভিমুখে যাত্রা মরিয়া করে তুলেছিল। আর তাই তাকে রুখে দেওয়ার নির্মম চেষ্টা হয়েছিল মাঝপথে। মানবতাকে স্তব্ধ করে দেবার মতো সেই কাহিনি। কিন্তু শুরু করবো একটা খারাপ খবর দিয়ে।

সিধুর বংশধররা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ২০২০ হুল দিবসে আনন্দ করবেন না। তাঁদের ঘরে আজ শোকের আবহ। না লকডাউনের জন্য নয়। গত ১২ জুন তাঁদের এক জ্ঞাতিভাই রামেশ্বর মুর্মু-র অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। রামেশ্বর সিধুর বংশের উত্তরসূরি ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন সমাপ্ত হয়নি। সংস্কার মতে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন সমাপ্ত না হলে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান করা যায় না। সেজন্য পরিবারের পক্ষে মণ্ডল মুর্মু সরকারি বেসরকারি সমস্ত উদ্যোগকে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন।

'আঙ্কল টমস কেবিন' কালো মানুষদের কথা সারা বিশ্বে তুলে ধরেছিল। সেই কাহিনি তুলে ধরেছিলেন লেখিকা হ্যারিয়েট বেচার স্টো। আমাদের দেশের সাঁওতালদের কাহিনি তুলে ধরার জন্য কেউ ছিলেন না। দেশে ছাপাখানা এসে গিয়েছিল। সংবাদপত্র ছাপা শুরু হয়েছিল, ছাপা হয়েছিল অসংখ্য বইপত্র। কিন্তু সাঁওতালদের কাহিনি লেখেননি কেউ। ওরা তো ছোটলোক, ডাকাত! আজন্ম শান্তিপ্রিয় মানুষগুলো অস্ত্র ধরতে কেন বাধ্য করেছিলেন হুল দিবসে সেই কথাই বলবো আজ।

উনিশ শতকে বাংলাদেশ বহু ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছিল। বাংলাদেশের এক শ্রেণির শিক্ষিত শহুরে রাজ-অনুগ্রহলোভী বাবুসমাজ সংস্কার, ধর্মসংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল, অন্যদিকে সমাজের নিচু তলার বিশাল একটা অংশের মানুষের মধ্যে চলেছিল অস্তিত্ব রক্ষার সংকট। অস্তিত্ব রক্ষার

জন্যে তাঁরা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরিবর্তে তাঁরা পেয়েছিলেন লাঠি, গুলি, ফাঁসির সাজা। যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু-কানুকে গুলি করে হত্যা হয়নি, তাঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। গুলিতে মৃত্যু যাঁরা বলেন, সঠিক বলেন না।

সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ রাজত্ব অবসানের কথা বলা হয়েছিল, ভদ্র বাঙালি সমাজ তা মানতে পারেনি। সাঁওতাল বিদ্রোহ শুধু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার কারণে সংঘটিত হয়নি, হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। সেজন্য দেখা গেছে ওই সময়ে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াজাত অন্যান্য বিক্ষোভ-অসন্তোষগুলো রাষ্ট্রশক্তি যেভাবে মোকাবিলা করেছে, সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তারা আরও নৃশংস নারকীয় ভূমিকা নিয়েছে। অথচ দেখা গেছে স্থানীয় জমিদার শোষকশ্রেণি অর্থ ও বাহুবল নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা করেছে। ব্যতিক্রম ছিল নীল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে কয়েকজন জমিদার ইংরেজ রাজশক্তিকে সহযোগিতা তো করেইনি, উপরন্তু বিদ্রোহীদের পরোক্ষে মদত দিয়েছিল। তাঁর কারণ, নীল বিদ্রোহ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না। জমিদাররাও চেয়েছিল নীলকর সাহেবদের উপযুক্তভাবে জব্দ করতে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্ষেত্রে জমিদার ও তাঁদের আমলাদের অত্যাচার, মহাজনদের অত্যাচার, রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারে ইন্ধন জুগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের সূচনায় মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হয়। চতুর ইংরেজ আর রেজা খাঁ মিলে বাংলাকে শোষণে জর্জরিত করে। তারপর আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। দেশে এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়, অথচ সরকার নির্বিকার। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পাকা সিদ্ধান্ত হয় ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। ইংরেজের দাক্ষিণ্যপুষ্ট হঠাৎ-বাবুদের দলের সামনে লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ আগে। তাঁরা সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। প্রাচীন জমিদার বংশগুলো একে একে ধ্বংস হয়। তৈরি হয় ইংরেজের তাঁবেদার একদল নতুন ভূস্বামীশ্রেণি যাঁরা আগের জমিদারদের জায়গা দখল করতে চাইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এরা ষোলোআনা আগ্রহশীল, অথচ প্রজাস্বার্থে কিছুই করেনি। একেবারে উদাসীন। এদের সমস্ত শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হয় বাংলার কৃষক সমাজ।

২৭.৫.১৮৪০ 'দি ক্যালকাটা কুরিয়র' নব্য জমিদারশ্রেণি সম্পর্কে মন্তব্য করে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে (বাংলার) কৃষকরা একটুও উপকৃত হয়নি। উপরন্তু এমন একদল লোকের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়েছে—যাদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা সারা ভারতে প্রবাদতুল্য।" ফলে চিরাচরিত জমিদার প্রজা সম্পর্কের ক্রম-অবনতি ঘটতে থাকে। প্রজারা জমিদার এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে।

জমিদারদের হরেকরকম খাঁই মেটানো কৃষকের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় সাহায্যের জন্য তারা হাত পাততে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় তৈরি হয় একদল মহাজন। তারা সাগ্রহে এগিয়ে এসে ঋণ দেয় কৃষককে। কিন্তু পরের বছর ফসল উঠলে ঋণ ও সুদের দায়ে কৃষককে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করে। ফলে জমিদারের প্রাপ্য আর মহাজনের ঋণ এবং সুদের খাঁই মিটিয়ে কৃষকের হাতে কিছুই থাকে না, সারা বছরের খোরাকিতে তার টান পড়ে। ঘুরেফিরে সেই মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় আবার কৃষককে। এইভাবে কয়েক বছর পর দেখা যায় মহাজন হয়েছে কৃষকের

—এরপর চারের পাতায়

পরিপ্রেক্ষিত করোনা : কিছু দুর্ভাবনা—কিছু সম্ভাবনা

সেখ সাইদুল হক

করোনা গ্রাস প্রায় গোটা পৃথিবীতে। বিধ্বস্ত মানবসমাজ। চেনা পৃথিবী কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও অবস্থা ভয়াবহ হয়েছে। সংক্রমণের সংখ্যায় ভারত এখন বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। অথচ অপরিকল্পিত লকডাউনের জেরে থেমে গেছে গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন জীবিকা। পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবনে নেমেছে দুর্দশা। সংকটে মানুষের মননজগত, বিষিয়ে তোলা হচ্ছে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক। এইসবই দুর্ভাবনার বিষয়। সম্ভাবনার বিষয় হলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ গণসংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলি পথে নেমেছে। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রীতির বার্তাকে বয়ে আনছে। তাই করোনা ঘিরে বহু আলোচনা পর্যালোচনার মধ্যে দুর্ভাবনার বিষয়গুলিকে হিসাবের মধ্যে রেখে সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলিকে প্রসারিত করতে হবে।

দুর্ভাবনা-১ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধোগতি এবং তাকে ঘিরে দুর্ভাবনার বিষয়গুলি হলো মূলত শিল্প, কৃষি, সর্মসংস্থানের সংকটকে নিয়ে। করোনাজনিত লকডাউনের আগেই ভারতের অর্থনৈতিক অধোগতি শুরু হয়েছে। প্রাক্-কোভিড ভারতের অর্থনীতি ডুবেই যাচ্ছিল। লকডাউনের আগেই স্টেট ব্যাঙ্কের রিপোর্ট জিডিপি পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিল। গ্লোডম্যান সাচ সংস্থার রিপোর্ট, রেটিং এজেন্সি 'মুডি'র রিপোর্ট জানিয়েছিল ভারতে জিডিপির সঙ্কোচনের হার দাঁড়াবে ৫ শতাংশের কাছাকাছি। করোনাজনিত কারণে তা আরো অধঃপতিত হবে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যমান কমছে। শেয়ার বাজারের রেকর্ড পতন ঘটেছে। আয়ের বৈষম্য, ক্ষুধা, দারিদ্র, বেকারি, রেকর্ড উৎপাদনহ্রাস করোনাজনিত লকডাউনের পূর্বেই ছিল। করোনার ধাক্কা তাকে আরো অধঃপতিত করেছে। ক্রেডিট সুইস অর্গানাইজেশনের গ্লোবাল ওয়েলথ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৮টি ব্যাঙ্কে এনপিএ (নন পারকমিং এসেট)-এর পরিমাণ ৬,১৪,৮৭২ কোটি। এর বড় অংশই অনাদায়ী বা তামাদি ঋণ যার সিংহভাগই বড় করপোরেট সংস্থার। লকডাউনের মধ্যেই ৬৮,৬৮০ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণ মুকুব করা হয়েছে।

মোদি জামানায় ২৮ জন বেনিয়া মিলে দেশের প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা লুট করেছে। চাহিদার অভাবে শিল্পোৎপাদনের গতি শ্লথ হয়েছে। মন্দার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কর্মসংস্থানে। সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি ২০২০-র সম্প্রতি সমীক্ষা রিপোর্ট হতে জানা যাচ্ছে প্রাক কোভিড পর্বেই বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছে। এ বছর ২৪ মে মাসে শেষ হওয়া সপ্তাহে ওই সমীক্ষা রিপোর্ট হতে দেখা যাচ্ছে গ্রামে বেকারির হার ২৫.৯ শতাংশ, শহরে ২২.৭২ শতাংশ। গ্রাম ও শহর মিলিয়ে প্রায় ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ গড়ে প্রতি চার যুবকের একজন বেকার। লকডাউনের কারণে পরিযায়ী শ্রমিক ও অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকরা কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছেন। রেল ৫০ শতাংশ কর্মী সংকোচন করতে উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪টি শ্রম আইন তুলে দিয়ে চারটি শ্রম কোড আইন করার পরিকল্পনা করেছে। ৪১টি খনির বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে ভারতে আরও ১০ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাবে। এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে সমাজে, বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের উপর। শিশুশ্রম বাড়বে, স্কুলছুট বাড়বে, বাল্যবিবাহ বাড়বে, অপুষ্টি বাড়বে, রক্তাল্পতা বাড়বে, সামাজিক অপরাধ বাড়বে। করোনাজনিত কারণে শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা বাড়লেও বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজি লাভের মুখ দেখছে। পুঁজি কেন্দ্রীভবন বাড়ছে। বৃহৎ পুঁজি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে আগেই থাবা গেড়েছিল। এবার অনলাইন দ্রব্য কেনা বেচার ব্যবসায় তারা নেমে পড়ছে। আর এই ব্যবসা বাড়াতে টার্গেট হলো কৃষিক্ষেত্রের দখল।

আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্র এক ধারাবাহিক সংকটের মধ্যে আছে। মহাজনী দেনা বাড়ছে, ফসলের দর নেই। অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে চাইছেন। এই লকডাউনের মধ্যেই সরকার বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে তিনটি অধ্যাদেশ জারি করেছে— (১) অত্যবশ্যকীয় পণ্য আইন সংশোধন অধ্যাদেশ, (২) কৃষিপণ্য লেনদন ও বাণিজ্য উন্নয়নে অধ্যাদেশ, (৩) কৃষিপণ্যের দাম নিশ্চিতকরণে ব্যবসায়িক সংস্থার সাথে চুক্তিকরণের অধ্যাদেশ। এর ফল ফলবে ভয়াবহ। একদিকে কৃষিব্যবস্থায় চুক্তিচাষে রমরমা বাড়বে এবং ভারতে কৃষিপণ্যের বাজার বহুজাতিক হাঙরের গহ্বরে পড়বে, অপরদিকে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। এখন থেকে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্য তেল, তৈলবীজ ইত্যাদি মজুতকরণের উপর সরকারি বিধি নিষেধ থাকবে না।

কেন্দ্রীয় প্যাকেজ : লকডাউনের এই পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী ২০ লক্ষ কোটি টাকার যে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তার সবটাই চমক। সরকারের খরচ হবে মাত্র ২ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি (জিডিপি-র ২ শতাংশ)। বাকি টাকা রিজার্ভব্যাঙ্কের নগদ জোগান, ব্যাঙ্কঋণ এবং পূর্বে বাজেটে ধরা বরাদ্দ। প্যাকেজে কোনো নগদ অর্থ দেওয়া হলো না।

দুর্ভাবনা দুই : রাজনৈতিক ক্ষেত্র

সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকতে উগ্র জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলে যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরি করতে চাইছে। সরকারের অবস্থানের ফলে আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বিনষ্ট হচ্ছে। স্বাধীন বিদেশনীতি জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি লকডাউনের মধ্যেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার কর্মীদের জামিন-অযোগ্য ধারায় জেলবন্দী করা হচ্ছে। ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণ করতে নানা কর্মসূচি নিয়ে চলেছে। সামাজিক ক্ষেত্রকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করার মধ্য দিয়ে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে। এইসবই দুর্ভাবনার বিষয়।

দুর্ভাবনা তিন : সামাজিক ক্ষেত্র

করোনাকে ঘিরে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সোস্যাল ডিসট্যান্সিং কথাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ সামাজিক পরিসরকে খাটো করে ব্যক্তিকে এককে পরিণত করা। শাসক শ্রেণি সামাজিক ক্ষেত্রটিকেও ধর্ম, বর্ণ কিংবা জাতি বিদ্বেষের ভাবনায় বিষিয়ে দিতে চাইছে। যেকোনো মহামারীতে মানুষের অসহায়তা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে সচেতন অংশ বাদ দিলে, মানব সমাজের বড় অংশ নতুন পরিস্থিতিজনিত জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কারণ হিসাবে অপরের মধ্যে দোষ খুঁজতে থাকে। করোনার ক্ষেত্রে দোষারোপের জন্য প্রথম টার্গেট হলো গৃহপরিচারিকারা। এরপর টার্গেট হল পরিযায়ী শ্রমিকরা। পরের টার্গেট হলো দলিত ও আদিবাসীরা। এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে মুসলিমরা।

ব্রিটিশ ভারতে কলেরা মহামারী বিষয়ক লেখায় ইতিবাসবিদ ডেভিড আর্নল্ড বলেছিলেন বিহ্বলতা থেকে মুক্তি পেতে কোনো না কোনো মানবগোষ্ঠীকে বলির পাঁঠা বানানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অনেকাংশে কাজ করে মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার। কিন্তু বর্তমানে করোনোকে ঘিরে এটিকে পরিকল্পিতভাবে শাসক গোষ্ঠী ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ বা জাতি-বিদ্বেষের জারকে ডুবিয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। প্রথমে চীনকে নিয়ে আক্রমণ শুরু হলো। চীন নাকি উহানের ল্যাবরেটরিতে এই ভাইরাস তৈরি করেছে। চীনাদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নানা গল্পগাধা ফেঁদে এটা বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হল। আমাদের দেশে মোঙ্গলয়েড গড়নের মানুষেরা এই বিদ্বেষের শিকার হল। আর যখন ৩০ মার্চ করোনায় পাঁচজনের মৃত্যুতে নিজামুদ্দিনের ঘটনা সামনে এলো তখন অভিমুখকে ধর্মবিদ্বেষের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। শাহিনবাগকে ঘিরে সে প্রচেষ্টা চলছিল। নিজামুদ্দিনের ঘটনা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করল। শুরু হল মুসলিম-বিদ্বেষী প্রচার। এমনভাবে প্রচার শুরু হলো যেন করোনা নাস্তিক চীনে জন্মগ্রহণ করে দিল্লিতে তবলীগী জমায়েতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ভারতে জেহাদের ডাক দিয়েছে। তবলীগীর ওই জমায়েতকে সমর্থন করছি না। কিন্তু আঙুল তো উঠবে মোদী সরকারের দিকেই। কেন কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশ অনুমতি দিল? কেন বিদেশীদের ভিসা বাতিল হয়নি? অপরদিকে মুসলিম মৌলবাদীরা বসে ছিলেন না। এমন প্রচার চালানো হলো যেন খোদার গজব (ক্রোধ) নেমে আসবে কেবল হিন্দু আর খ্রিস্টানদের উপর। অবশ্য মুসলিমদের বৃহৎ অংশই এতে বিভ্রান্ত হননি।

এখন বিজেপি সরকার করোনার সাম্প্রদায়িকীকরণের পাশাপাশি অপবিজ্ঞানের সামাজিকীকরণ করতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী তালি বাজাতে বললেন, মোমবাতি, প্রদীপ জ্বালাতে বললেন, একটা গণ-উন্মাদনা করে গড়ে তোলে তাকে নির্দিষ্ট ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন যাতে সম্মেহিনী মন্ত্রে যুক্তিহীন, বিজ্ঞানচেতনাহীন আবেগময় জো-হুজুর জনতা গঠন করা যায়। করোনাকে ঘিরে করোনাদেবীর আবির্ভাব ঘটল। প্রকাশ্যে কলকাতায় পুজো হল। আলব্যের কামু তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'দ্য প্লেগ' (১৯৪৭)-এ বলেছেন মহামারীর ধাক্কায় যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয় তা আমাদের মনকে বিচলিত করে, বিক্ষুব্ধ করে। আর তখনই সামাজিক সম্পর্কে শত্রুর অনুসন্ধান চলে। শাসক শ্রেণি একে নানা খাতে বইয়ে দিতে চায়। করোনায় সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং অপবিজ্ঞানের সামাজিকীকরণ বিজেপি-সৃষ্ট তেমনই সেই খাত যা সামাজিক স্তরকে বিভাজিত করতে চায়, বিষাক্ত করতে চায়।

দুর্ভাবনা-চার : শিক্ষাক্ষেত্র

কোঠারী কমিশনে বলা হয়েছিল ভবিষ্যৎ ভারত গঠিত হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের মধ্যে। লকডাউনের জেরে সেই শ্রেণিকক্ষ এখন বন্ধ। কীভাবে ক্লাসরুম-শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনতে ও মিড ডে মিল চালু করতে পারা যায় তার পরিকল্পনা গড়ে তুলতে ও প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে সরকারের লক্ষ্য নেই। সরকারের লক্ষ্য অনলাইন লেখাপড়ায় জোর দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতেই

—এরপর চারের পাতায়

করোনা মুক্তিতে কুসংস্কার কেন?

রামপ্রণয় গাঙ্গুলী

"সরকার নির্দোষ, / কিছু জানতো না।
ডিসেম্বরে খবর ছিল, / তখনও জানতো না
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতেও/কিছুইজানতোনা।
মার্চের শুরু, / তখনও জানতো না।"—

সবার দেশ আমার দেশে নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশি ছাড়িয়েছে এবং সংক্রমণের সংখ্যা আট লক্ষের কাছাকাছি ছাড়িয়েছে। বিশ্বের তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, আগামী ভবিষ্যতে সংক্রমণ ও মৃত্যুতে ভারতই থাকবে সর্বোচ্চ আশংকাজনক স্থানে। অর্থাৎ শীর্ষে। শুনলেই বুকটা কেমন শিউরে উঠছে না! "ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"—কবির কল্পনা আর আজকের বাস্তব কোনটা সত্য? সেজন্যই তো হোয়াটস্ অ্যাপে প্রাপ্ত লাইনগুলো দিয়ে নিবন্ধের সূচনা। আমরা যেটা সত্য ভাবছি রাষ্ট্রশক্তিও তাই ভাবছেন?

আমাদের কাছে তো অন্যান্য মহাদেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এটা সত্য যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলিতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটালে এদেশে এই মারণ রোগ ছড়াতেই পারতো না। পরিবর্তে কী দেখলাম, কী শুনলাম—

গোমূত্র পানে করোনা-মুক্তি, গোবর স্নানে করোনা-মুক্তি, শিলনেড়া পূজাতে করোনা-মুক্তি, জুটি এতটাই জাগ্রত যে শিলের উপর নোড়ার দাঁড়িয়ে পড়ার সচিত্র প্রচার হলো পাড়ায় পাড়ায়—বিশেষত শ্রমজীবীদের পাড়ায়, যেখানে তথাকথিত পরিযায়ীদের বসবাস। এতেও বিজ্ঞানে বিশ্বাসীদের পাল্টা প্রচার ছাপিয়ে যাচ্ছে, সংক্রমণও দ্রুত গতিতে বাড়ছে, রোগীর খোঁজ করে চিহ্নিত করে, পরীক্ষা করে দ্রুত চিকিৎসার (খচিপচি) দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে দেখে ২২ মার্চ রবিবার 'জনতা কার্ফু'-র দিন নির্ধারণ টিভিতে অনেক ঢ্যারা পিটিয়ে বিধান হলো, দেশবাসীর ভালোমন্দর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভরূপে (Executive) দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ করেছেন। এলো তাঁর উদাত্ত আহ্বান—"চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানানোর জন্য থালা-বাসন-কাঁসর-ঘন্টা বাজান।" বন্ধ হলো ট্রেন চলাচল, দেশের জীবনরেখা। লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঘরে ফেরার সুযোগ না দিয়ে পরদিন রাত্রি থেকে শুরু হলো দেশজুড়ে লকডাউন। আকাশ থেকে করা হলো পুষ্পবৃষ্টি।

এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে ঠিক রাত্রি ন'টায় আবার তাঁরই ডাকে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবাহন করে নয়ের ছন্দে ভুলিয়ে দেশবাসীকে বলা হলো মোমবাতি, টর্চ আর মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে রাখতে ও ন'মিনিট। হিমশিম খেতে হলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের; কারণ, কারখানা, গণপরিবহন, সমস্ত প্রতিষ্ঠান, অফিস-কাছারির বেশিরভাগটাই বন্ধ থাকার ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার অত্যাধিক কম থাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন এতটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করলে পুনরায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তাই চাকরি বাঁচাতে বেচারি ইঞ্জিনিয়াররা আদা-জল খেয়ে নির্ভুল অঙ্ক কষে অনেকবার ট্রায়াল দিয়ে অন্ধবিশ্বাস প্রচারের ব্যবস্থা করতে সেদিন বাধ্য হয়েছিলেন—সবার দেশ আমাদের দেশের মুখ পুড়েছিল বিশ্বের কাছে। ধনে, জিরে, আদা-পেঁয়াজ, রসুন, মধু, সূর্যালোক দুধ-হলুদ ও হোমিও ওষুধ নিয়ে টিভিতে ভাইরাস-প্রতিরোধী বিকল্প ওষুধের তত্ত্বের প্রচার, যা এখনও রমরম করে চলছে। বিজ্ঞান দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বধ করার আরেক প্রচেষ্টা দেখা গেল যখন একজন স্বনামধন্য ঋণখেলাপী (?) ব্যবসায়ীকে ছদ্মবেশী সাধুবাবা বেশে আসরে নামিয়ে দেওয়া হলো, যিনি বললেন, তুলসি, নিম, গেলিয়া আর নিয়মিত প্রাণায়াম করোনার খেল খতম। তিনিই এখন 'করোনীল'-এর আবিষ্কর্তা, যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও স্বীকৃতি আছে কিনা ট্রায়াল দ্বারা প্রমাণিত কিনা তা কিন্তু মানুষের অজানা।

গরিব পাড়ায় আরেকটি প্রচারের কৌশল ধরা পড়লো বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে। যখন তাঁরা মাস্ক, সাবানজলের ব্যবহার ও শারীরিক দূরত্ব বিধি বোঝাতে পাড়ায় পাড়ায় গেলেন। শ্রমজীবী রমণীরা বললেন, এই দ্যাখো কয়লার টুকরো, উঠোন খুঁজে পেয়েছি, এই এখন সকাল-সন্ধ্যায় পুজো করছি মা করোনাকে। শিল্পাঞ্চলের প্রধানত অবাঙালি রমণীদের দেখা গেল স্থানীয় ছোটবড় নদীর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে প্রার্থনা করতে। বিজ্ঞানকর্মীরা যখন গ্রামীণ রমণীদের বললেন আর এক টুকরো কয়লা উঠোন খুঁড়ে বার কর তো দেখি, তখন সরল মুখে একমুখ হাসির ঝলকের মাঝে ঝকঝকে সাদা দাঁতের মতোই উদ্ভাসিত হলো সত্য—প্রাণের ডাঁহাই কি করি বলো দেখি, এই বয়সে মরে যাবো? প্রাণের ডাঁহায়, ছেলেপিলেগুলোর মায়ায় যে যা বলছে তাই করছি বাপু, এজন্য তো আর পয়সা লাগছে না।

আরোগ্যসেতু অ্যাপ নিয়েও প্রশ্ন। যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বলা হয়েছিল এটা বাধ্যতামূলকভাবেই ডাউনলোড করতে হবে, এখন তাঁদের দিয়েই বলানো হচ্ছে—না না, এমনটা নয়, এটা যার যা খুশি, এর কার্যকারিতাও প্রশ্নের মুখে, যেমন প্রশ্নের মুখে পিছু হটতে হলো ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের দিনে টীকা আবিষ্কারের ফরমানকে।

এখন প্রশ্ন মরণোত্তর পদ্মশ্রী ডাঃ নরেন্দ্র দাভোলকর, উপাচার্য কালবুর্গী, সমাজতত্ত্ববিদ গোবিন্দ পানসারে ও সম্পাদক গৌরী লঙ্কেশদের খুনের আসামীদের আজ পর্যন্ত কোনো কিনারা হয়নি, যদিও মহারাষ্ট্রেই যেখানে এই মহামারীতে মৃত্যু ও সংক্রমণের সংখ্যা সর্বাধিক সেখানেই গত ২০১৩-র ৮ ডিসেম্বর ডাঃ দাভোলকরের প্রাণের বিনিময়ে পাশ হয় প্রথম কুসংস্কার বিরোধী আইন। এছাড়াও ৫১-এ ধারায় স্পষ্ট সাংবিধানিক নির্দেশ আছে বিজ্ঞানমনস্কতার পক্ষে, তবুও কেন আয়োজন এই অন্ধ প্রচারের? কেন নাই আইনের যথাযথ প্রয়োগ? তাহলে কি পরস্পরের মধ্যে আছে সাক্ষাৎ সংযোগ?

চেনকিলারের মৃত্যুদণ্ডের সাজা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ জুলাই : কালনার চেনকিলার বলে কুখ্যাত হয়ে ওঠা কামারুজ্জামানের ছাত্রী খুনে মামলায় মৃত্যুদণ্ড সাজা হল। কালনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক তপনকুমার মণ্ডল আজ এই সাজা ঘোষণা করেন। গত ২ জুলাই তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩০২/৩৭৬-এ/৬-পসকো-৭ ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারক এদিন চারটি ধারায় পৃথক সাজা ঘোষণা করেন। তিনি এই ঘটনাকে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনার আখ্যা দিয়ে ৩০২ ধারায় আসামীকে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেন। ৪৪৮ ধারায় এক বছর জেল এবং ৩৭৬ ও পসকো-৬ ধারায় প্রভিটিতে আমৃত্যু যাবজ্জীবন জেলের সাজা দেন। পাশাপাশি এদিন মৃত ছাত্রীর মাকে সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সুপারিশ করেন।

কালনা থানার সিঙ্গারকোন গ্রামে ২০১৯ সালের ৩০ মে বিকালে সোমা সিং-কে বাড়িতে একা থাকাকালীন কামরুজ্জামান সেখানে যায়। প্রথমে সোমাকে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান, পরে গলায় চেন পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা, শেষে ধর্ষণ করে সে। তারপর লুটপাট চালিয়ে লাল মোটর সাইকেল নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ছাত্রীর মা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে মেয়ের এই অবস্থা দেখার পর সোমাকে প্রথমে কালনা হাসপাতাল, পরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১২ দিন ভেন্টিলেশনে থাকার পর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

কেরলে শ্রমিকের কাজে যাওয়া, ভাঙা-চোরা লোহা ও গুলের ব্যবসা করেও আয়ে পোষাচ্ছিল না কামরুজ্জামানের। শেষে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে একটার পর একটা মহিলা খুন করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়াই তার জীবিকা হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের ৩ জুন কামরুজ্জামান গ্রেপ্তার হওয়ার পর কালনা থানায় এসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, বিগত কয়েক মাসে সে কালনা সহ সংলগ্ন বলাগড়, পাণ্ডুয়া, মেমারি, মন্তেশ্বর প্রভৃতি থানাতে ১৩টি অপরাধের ঘটনা ঘটিয়েছে। সেখান থেকেই বিভিন্ন ঘটনার তদন্ত ও ছাত্রী খুনের মামলার শুনানি চলে। শুনানি শেষে ছাত্রী হত্যা মামলায় ২ জুলাই প্রথমে কামরুজ্জামানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কালনা বার এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য পার্থসারথি কর জানান, কালনা মহকুমা আদালতের ইতিহাসে চেনকিলারের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে মাত্র দুটি মৃত্যুদণ্ডের সাজা হল।

শ্রদ্ধায় পালিত কালনার শহিদ দিবস

—প্রথম পাতার পর

পড়বেন দেশের তুলো কৃষকরা। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯০টি রুটের ট্রেন বেসরকারি সংস্থার হাতে ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছে। ব্যাংক, বিমাও বেসরকারি করা হচ্ছে। কৃষক ও শ্রমিক মারার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে। শ্রমিকের কাজের সীমা বাড়বে, তারা অধিকার হারাবে কারখানায় আন্দোলন করারও। আর কৃষিক্ষেত্রটাই চলে যাবে বহুজাতিক সংস্থার হাতে। অর্থাৎ নতুন করে নীলকর সাহেবদের আগমন ঘটবে। অত্যাবশ্যকীয় আইন তুলে দেওয়ার ফলে কালোবাজারীদের পোয়াবারো হয়ে গেল। বামপন্থীরা রাজ্য জুড়ে সংকটে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ালেও এক লাইন কোনো খবর হয় না। সংবাদমাধ্যম মানুষের মগজকে তৃণমূল-বিজেপির কৃত্রিম লড়াইয়ে ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে। তাই আমাদের চতুর্মুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে। স্মরণসভা শুরুর আগে পতাকা উত্তালন, শহিদবেদিতে মাল্যদান করে কালনার ৫২ জন শহিদকে শ্রদ্ধা জানান শহিদ পরিবার পরিজন ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ১৯৭১ সালের ২ জুলাই রাত্রিবেলা এই কালনা স্টেশনেই কংগ্রেসী ঘাতক বাহিনীর হাতে শহিদ হন সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহাদেব ব্যানার্জী। তাঁর আগে ও পরে শহিদ হন আরো ৫১ জন সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মী। এই ৫২ জন শহিদকে স্মরণ করতে প্রতি বছর ২ জুলাইকে শহিদ দিবস হিসাবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে আসছে কালনার মানুষ। এদিন সকাল ৮টার মধ্যেই কালনা শহর পরিক্রমার পাশাপাশি রাস্তার পাশে থাকা শহিদবেদীগুলিতে মাল্যদান করা হয়। শেষে কালনার চকবাজারে অবস্থিত শহিদ মহাদেব ব্যানার্জীর আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে মহাদেব ব্যানার্জীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান নেতৃবৃন্দ। এখানে বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার।

৩০ জুন হুল দিবস

—দুয়ের পাতার পর

জমির মালিক, আর কৃষক হয়েছে সেই জমির ভাগচাষি। ব্রিটিশ আইনে সম্পত্তি ক্রোক ও জমি হস্তান্তরের সুযোগ নিয়ে কৃষকের সর্বনাশ এভাবেই গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে শুরু করে।

বীরভূমের মহাজনদের সুদের হার ছিল ৫০ শতাংশ। সাঁওতাল বিদ্রোহের শুরুটা ছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। দেখা গেছে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লে বহু গ্রাম আক্রমণ করে সাঁওতালরা মহাজনদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ প্রজার কোনো ক্ষতি করেনি।

দামিনকো-র মধ্যে কিছুদিন আগেও সাঁওতাল পরগণা নামে আমরা যে জায়গাটা চিনতাম, আজ সেই সাঁওতাল পরগণা নেই। ভেঙে ছ'টা জেলা করা হয়েছে। ১৮২৩-এ দামিনকো সরকারের সম্পত্তি ঘোষিত হয়। ১৮৩৬-এ সাঁওতালদের সেখানে বসবাসের উৎসাহ দেওয়ার জন্য একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হয়।

১৮৩৭-এ মিঃ পনেটকে এই পদে নিয়োগ করা হয়। সাঁওতালদের বলা হয় অপরিষ্কৃত জমির জন্য প্রথম তিন বছর তাদের কোনো খাজনা দিতে হবে না। পরের তিন বছর নামমাত্র খাজনা দিতে হবে। এরপর পাঁচ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়া হবে, মাঝিদের পঞ্চায়েত গ্রামের বার্ষিক খাজনা কতো হবে তা স্থির করে দেবে। কিন্তু খাজনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

১৮৩৭ থেকে ১৮৫৫, ১৮ বছরের মধ্যে ১০ গুণ খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি সাঁওতালদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। মিঃ পনেট খাজনা আদায়ের ভার দিয়েছিল স্থানীয় জমিদারদের নায়েব—সুজোয়ালদের। এরা খাজনা আদায়ের নামে জমিদারদের

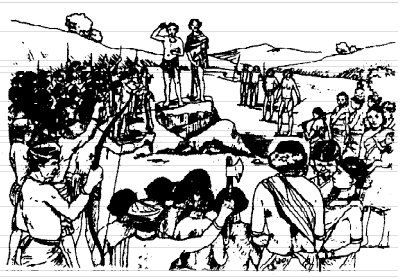

মতো সাঁওতালদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার করতো। নানা রকমের সেস আদায় করতো। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক সিধুর অভিযোগ ছিল, নায়েব-সুজোয়ালরা প্রতি গ্রাম থেকে ৫ থেকে ১০ টাকা অতিরিক্ত সেলামী আদায় করে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনও প্রতিকার পাওয়া যায়নি। দামিনকো-র ১২১৮টি গ্রাম থেকে তারা অন্তত ৭৩০৮ টাকা বেআইনি সেস আদায় করেছিল।

সাঁওতালরা যখন জঙ্গল উচ্ছেদ করে পতিত জমি উদ্ধার করে তাকে শস্য শ্যামলা করেছিল, তখনই আশেপাশের জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল সেই জমির ওপর। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী মহাজনশ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল দামিনকোতে। আশেপাশের অঞ্চল থেকে তারা এসেছিল। দামিনকো-তে তারপর থানা, আদালত বসলো। এলো আমলা আর পুলিশের দল। এরা সবাই নিরীহ সাঁওতালদের শোষণ করবার সুযোগ খুঁজতে থাকল। মহাজনদের অত্যাচার সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল।

সাঁওতালদের সবথেকে সংকটের সময় ছিল বর্ষাকাল। এই সময় তারা কোনো কাজ করবার সুযোগ পেত না। তাদের কোনো উপার্জন ছিল না, তাদের কোনো সঞ্চয় ছিল না। এই সুযোগে মহাজনরা সাঁওতালদের কিছু টাকা বা শস্যকণা ঋণ দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করতে লাগল। শুধু সুদ নয়, ওজনে ঠকানো সাঁওতালদের মর্মান্তিক আর্তি 'একবার বিশ বল বাবু'! নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জাল খত তৈরি করা, প্রতিবাদ করলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া, এসব ছিল মহাজনদের নিত্যকর্মপদ্ধতি। এই ক্ষোভ একদিন বিক্ষোভে পরিণত হয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল ৩০ জুন। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধনতাপ্রেমী সেই শহিদদের স্মরণ করার দিন আজ।

কিছু দুর্ভাবনা—কিছু সম্ভাবনা

—তিনের পাতার পর

ম্যাসিভ অনলাইন কোর্সের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখন করোনাকে অজুহাত করে সেদিকে এগোতে চাইছে। আসলে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা তাই চাইছেন।

দুর্ভাবনা-পাঁচ : স্বাস্থ্যক্ষেত্র

করোনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে মুনাফার লোভে পরিচালিত বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা কতখানি দুর্বল এবং মোকাবিলায় ব্যর্থ। যেটুকু সরকারি ব্যবস্থাপনায় আছে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। লড়াই চালাচ্ছে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা, যদিও এদের অনেকে বিধিসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাচ্ছেন না। মোদি সরকার গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বেসরকারি কিছু ব্যবসায়ী ও ওষুধ কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দিয়েছে। বৃহৎ পুঁজির মৃগয়াক্ষেত্র হলো এখন স্বাস্থ্য। নতুন করোনা সুরক্ষা বিধির নামে তারা নানা সরঞ্জাম ও দ্রব্য নিয়ে এখন ব্যবসা ফেঁদেছে। অপরদিকে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের ব্যয় কমছে। জিডিপির মাত্র ১.৮ শতাংশ। অথচ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে কীভাবে করোনা মহামারীর মোকাবিলা করা যায় তা দেখিয়েছে ভিয়েতনাম, কিউবা, চীন। আমাদের দেশে বামপন্থী পরিচালিত কেরালা সরকার করোনা মোকালিায় এখন বিশ্ব মডেলে পরিণত হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে

আমাদের রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়েও না আছে পরিকল্পনা না আছে সঠিক রূপায়ণ। কেবল ঘোষণা, জ্ঞান বিতরণ, মুখ্যমন্ত্রীর বিজ্ঞাপন। অপরদিকে বাড়ছে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ও তোলাবাজি, হুমকি এবং নারী লাঞ্ছনা।

কিছু সম্ভাবনা

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যে কিছু সম্ভাবনার দিক তৈরি হয়েছে। (১) মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ, মানুষ তা বেশি বেশি উপলব্ধি করছে। (২) সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থানায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি জোরালো হচ্ছে। (৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সংকট তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে আওয়াজ ক্রমশ আরো জোরালো ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে এবং তা প্রসারিত হচ্ছে। (৪) বামপন্থী গণসংগঠনগুলি যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে, বিনামূল্যে খাবার, আনাজ ও ওষুধ দিচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তাতে তাদের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে। (৫) করোনা নিয়ে বিহ্বলতা কাটিয়ে মানুষ ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সামাজিক মেলবন্ধন বাড়ছে। বামপন্থীদের বাইরেও বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও মানুষ একাজে এগিয়ে এসেছেন। তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার সুযোগ প্রসারিত হচ্ছে। (৬) ক্রমশ জোরালো হচ্ছে জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের দাবি। সংগঠিত হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লাগামছাড়া দখলদারির বিরুদ্ধে জনমত। (৭) আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে ছাত্র-যুবদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। (৮) দুর্নীতি ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়ছে। এখন এই সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে গণচেতনা গড়ে তোলা দরকার।

গণচেতনা

করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইকে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এ পরিণত করতে মানুষকে জোটবদ্ধ করতে হবে। নোয়াম চমস্কি বলেছেন আগামী দিনে আর্থ-সামাজিক ও মানসিক ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হতে চলেছে। তার মোকাবিলায় স্বৈরাচারী শাসক কিছুটা পুরনো কায়দায়, আবার কিছুটা নতুন কায়দায় দখলদারি কায়েম রাখতে নানা ফন্দি আঁটবে। কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সক্রেটিসকে হেমলক পান করতে হয়েছিল, ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, গ্যালিলিওর জেল হয়েছিল, চার্বাক দর্শন পোড়ানো হয়েছিল। তবু বিজ্ঞান, প্রগতি ও যুক্তিবাদকে স্তব্ধ করা যায়নি। এখনও যাবে না। তাই মোমবাতি জ্বালিয়ে নয়, আমরা যেন আমাদের দিমাক কা বাতি জ্বালিয়ে রাখতে পারি। আমাদের কাজ সম্ভাবনাগুলিকে বিপ্লবী গণচেতনায় রূপান্তরিত করা। তা না হলে প্রতিক্রিয়ার শক্তি শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইবে।

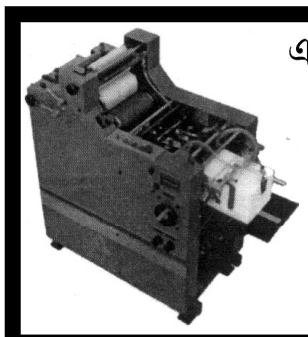

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

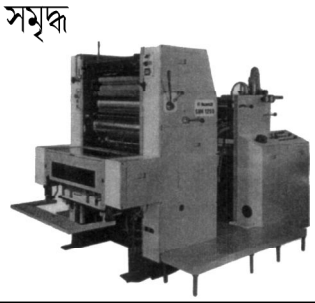

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা